আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

১৭ ভাদ্র ১৪২৮
তারিখঃ _____
০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২৮

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ০৫ জুলাই ২০২১ তারিখে জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৯ এবং ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। এ সকল সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ শ্রেণিকরণের বিষয়ে কিছু শিথিলতা আনা হয়েছিল। এক্ষণে কোভিড ১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট চলমান সংকটে যে সকল গ্রাহক সাময়িকভাবে তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যার সম্মুক্ষীণ হবেন তাদের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

১. ঋণের বিপরীতে জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে প্রদেয় হবে। এছাড়া অন্যান্য কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে।

২. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২২/২০২১ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণের বিপরীতে ইতোমধ্যে আদায়কৃত/পরিশোধিত অর্থ এ সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালনের ক্ষেত্রেও আদায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

৩. উক্ত ঋণ হিসাবসমূহের সুদ/মুনাফা শুধুমাত্র প্রকৃত আদায় সাপেক্ষে আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে; এবং

৪. ঋণের উপর সুদ/মুনাফা হিসাবায়নের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান অন্যান্য নীতিমালা বলবৎ থাকবে এবং এ সময়ে কোন দণ্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ/কমিশন (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জুলকার নায়েন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮